কোন পক্ষ নয়, নিরপেক্ষ খবরের সন্ধানে, সকাল থেকে সন্ধ্যা নিরন্তন নজরে

সুপ্রভাত বাংলা

দৈনিক সংবাদপত্র

supravatbangla.com

সুপ্রভাত বাংলা | বর্ষ- ১ সংখ্যা ৩৭৬ - মঙ্গলবার ১৪ জুলাই ২০২৬ - ২৯ আষাঢ় ১৪৩৩- বঙ্গাব্দ | PRGI No. WBBEN/25/A1519 | মূল্য ৪ টাকা ৪ পাতা

অনুপ্রবেশকারী' ব্রিটিশ পর্যটকদের জরিমানা

ঋতব্রতর 'আসল তৃণমূল' দাবি নিয়ে তোপ অগ্নিমিত্রার

পুলিশি নিষেধাজ্ঞা ঘিরে হাইকোর্টে কালীঘাট তৃণমূল

60টি কমিটিকে 5 লক্ষ টাকা করে দেওয়ার ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

প্রথম শ্রেণির ছাত্রের যৌন হেনস্তার অভিযোগ

সুপ্রভাত বাংলাঃ স্লোগান তুললেন আন্দোলনকারী অভিভাবকরা। এবার ছাত্রকে যৌন হেনস্তার ঘটনায় মেদিনীপুরের ওই ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের প্রিন্সিপালের অপসারণ চেয়ে অবস্থানে বসলেন তাঁরা । পাশাপাশি, একসঙ্গে হাততালি দিয়ে অভিভাবকরা দাবি করলেন, 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস'। ঘটনার সূত্রপাত গত শুক্রবার । মেদিনীপুরের এই স্বনামধন্য ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের প্রথম শ্রেণির ছাত্রকে শৌচাগারে নিয়ে গিয়ে যৌন হেনস্তার অভিযোগ ওঠে সেখানকার এক অস্থায়ী কর্মীর বিরুদ্ধে। এই ঘটনা শোনার পরই ভেঙে পড়েন ওই পড়ুয়ার পরিবারের সদস্যরা । দ্রুত তাঁরা এই বিষয়ে পুলিশের হেল্পলাইনে ফোন করেন এবং স্কুলে গিয়েও অভিযোগ জানান । এই ঘটনায় নড়েচড়ে বসে স্কুল কর্তৃপক্ষও । তারা অভিযুক্তকে একটি ঘরের মধ্যে আটকে রেখে পুলিশে খবর দেয় । পরে পুলিশ ওই স্কুলে এসে অভিযুক্তকে ধরে নিয়ে যায় কোতোয়ালি থানায় । পরবর্তীকালে রাতে নাগাদ থানায় লিখিত অভিযোগ হয় এবং অভিযুক্ত ওই স্কুলের অস্থায়ী কর্মীকে গ্রেফতার করে পুলিশ । শনিবার অভিযুক্ত যুবককে মেদিনীপুর জেলা আদালতে পেশ করা হয় । এরপর অভিযুক্তকে তিনদিনের পুলিশি হেফাজতে পাঠান বিচারক । কিন্তু, তাতে সন্তুষ্ট নন ওই স্কুলের বাকি অভিভাবকরা । এবার স্কুলের বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগ নিয়ে আন্দোলনে নামলেন তাঁরা । সোমবার সকাল থেকেই তাঁরা স্কুলের সামনে হাজির হন । সমস্ত বাচ্চাকে স্কুলে না পাঠিয়ে প্রতিবাদ করেন । এরপরই অভিভাবকরাই স্কুলের গেটের সামনে বসে পড়েন । 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' দাবি তুলতে থাকেন । অভিভাবকদের মূল দাবি, যৌন হেনস্তার ঘটনার পর স্কুলের প্রিন্সিপালকে কোনওরকম ভূমিকা নিতে দেখা যায়নি । অভিযুক্তের কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থাও করেননি তিনি । সব জেনেও তিনি চুপ ছিলেন বলে অভিযোগ। তাঁদের দাবি, একটা ছোট্ট শিশুর উপর যে ধরনের শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার হয়েছে, তা বাকি বাচ্চাদের সঙ্গেও ঘটতে পারে। তাই ওই প্রিন্সিপালের পদত্যাগ অবিলম্বে জরুরি । যাতে আগামিদিনে নিরাপত্তার সঙ্গে ও নির্ভয়ে খুদেরা স্কুলে পড়াশুনা করতে পারে । অভিভাবক শঙ্করী সামন্ত বলেন, "এত বড় ন্যাক্কারজনক ঘটনা ভূ-ভারতে কখনও ঘটেনি । এই ঘটনায় প্রিন্সিপালের কোনও ভূমিকা দেখতে পাচ্ছি না আমরা । যে দোষ করে সে যেমন অপরাধী, যে দোষীকে বাঁচায় সেও সমান অপরাধী । আমরা চাই এই প্রিন্সিপালেরও কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি হোক । প্রয়োজনে তাকে বদলি করা হোক ।" আরেক অভিভাবক সুপর্ণা চক্রবর্তী বলেন, "আমরা আজকে অবস্থানে বসেছি তার একটাই কারণ, আমাদের ছোট ছোট বাচ্চারা স্কুলে পড়ে । এই ধরনের ঘটনা ঘটলে সেই বাচ্চাদের নিরাপত্তা কোথায়? পাশাপাশি স্কুলের তরফ থেকে আক্রান্ত বাচ্চার স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিয়েছে বলে আমাদের ঠিক জানা নেই । তাই আমরা সঠিক নিরাপত্তা চাইছি । ওই প্রিন্সিপালকে এসে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে

গ্রেফতারিতে সরব বাম-কংগ্রেস, আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি সেলিমের

সুপ্রভাত বাংলাঃ লাবনী মান্নাঃ গণ্ডগোল পাকানো, সরকারি সম্পত্তি নষ্ট-সহ একাধিক অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন বারুইপুরের সিপিআইএম নেতা লাহেক আলি । রবিবার রাতে তাঁকে ভবানী ভবনে নিয়ে গিয়েছে পুলিশ । লাহেক আলির এই গ্রেফতারি নিয়ে এবার সরব হল সিপিআইএম রাজ্য নেতৃত্ব । দলীয় নেতার গ্রেফতারির প্রতিবাদে এবার আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিলেন দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম । উল্লেখ্য, গত 4 জুলাই বারুইপুরে 12 বছরের কিশোরীকে অপহরণ, যৌন নির্যাতন এবং খুনের অভিযোগ ওঠে স্থানীয় চারজনের বিরুদ্ধে । যে ঘটনায় সকলকেই গ্রেফতার করা হয় । পরবর্তী সময়ে এক অভিযুক্ত পুলিশের আগ্নেয়াস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করলে, এনকাউন্টারে মারা যান । সেই ঘটনারও পৃথক তদন্ত করছে সিআইডি । নাবালিকার উপর নির্যাতনের ঘটনাক প্রতিবাদে 5 জুলাই সকাল থেকে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল বারুইপুর এলাকা । রাস্তা আটকে, টায়ার জ্বালিয়ে অবরোধ, রেল অবরোধ, পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর, হামলার ঘটনা ঘটে । সেই ঘটনায় স্থানীয় সিপিআইএম নেতা লাহেক আলির বিরুদ্ধে ভিড়কে উসকানি দেওয়ার অভিযোগ জানিয়েছিল বিজেপি । উল্লেখ্য, তাঁকে বারুইপুরে বিক্ষোভ সমাবেশে পুলিশের সঙ্গে দেখা গেছিল । পাশাপাশি, অশান্তির সময়ও বিজেপির বিরুদ্ধে সংবাদ মাধ্যমের সামনে ক্ষোভ উগড়ে দেন তিনি । সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে লাহেক আলির পাশাপাশি, সুজন চক্রবর্তী, মোনালিসা সিনহা দে-র বিরুদ্ধেও উসকানিমূলক বক্তব্য পেশের অভিযোগ দায়ের করে বিজেপি । সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতে তদন্তে নেমে রবিবার রাতে বারুইপুরের বাড়ি থেকে গ্রেফতার হন লাহেক । গ্রেফতারির পর তাঁকে সোজা ভবানী ভবনে নিয়ে যায় পুলিশ । সেখানেই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে । এই গ্রেফতারি নিয়ে সিপিআইএম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, "লাহেক আলি বিধানসভা নির্বাচনে আমাদের প্রার্থীর ছিলেন । তাঁকে পুলিশ বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে এসেছে । সম্ভবত গ্রেফতার দেখাচ্ছে । অন্য কোন একটা জায়গায় নিয়ে গেছে । কোথায় নিয়ে গেছে আমি জানি না । কিন্তু, এটা না-বোঝার কোন কারণ নেই যে, আরএসএস পরিচালিত সংবাদমাধ্যমের চিত্রনাট্য অনুযায়ী পুলিশ মন্ত্রী যদি চলেন, তাহলে খুব বিপদজনক, যার সঙ্গে বাস্তবের কোনও সম্পর্ক নেই । রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে এই গ্রেফতার করা হয়েছে । কোন ঘটনায় গ্রেফতার ওরা নিশ্চয়ই পরে দেখাবে । কিন্তু, যেটা বলা হচ্ছিল লিঞ্চিং বা কিছু একটা, সেই ঘটনা যখন ঘটেছে লায়েক আলি তার পরে ওখানে পৌঁছেছেন । তদন্ত করলেই পাওয়া যাবে । মিডিয়া ফিড দেখলেও পাওয়া যাবে । এতদসত্ত্বেও ফাঁসাতে হবে, ভয় দেখাতে হবে । সরকার ভয় পেলে পালটা ভয় দেখায় ।" অন্যদিকে, গণপিটুনিতে মৃত যুবককে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দোষ বলার প্রসঙ্গ টেনে কটাক্ষ করেন সুজন । তিনি বলেন, "যদি তদন্তের আগেই কাউকে নির্দোষ বলে দেওয়া হয়, তদন্তের আগেই টাকা পয়সা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়, তদন্তের আগেই যদি কে দোষী, কার কত বড় অপরাধ, তাই নিয়ে বড়-বড় বিভ্রান্তি তৈরি হয়, তাহলে সেটা আইনের শাসন নয় । তৃণমূলের সরকারে আমরা দেখেছি যেভাবে আইনের শাসনকে অস্বীকার করে বিরোধীদের উপর নির্যাতন করেছে; রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে বিজেপি কি একই পথেই চলবে ?গ্রেফতারির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নামার কথাও বলেন সুজন চক্রবর্তী । তাঁর কথায়, "এটার বিরুদ্ধে সর্বত্র প্রতিবাদ হবে । আমরা তীব্র নিন্দা করছি । মানুষকে বলব সতর্ক থাকতে, সাবধান থাকতে । সরকার যেভাবে চলছে, সেটা আইনি পদ্ধতি নয় । আইনি পদ্ধতিতে সরকার চলুক । এটাই মানুষের দাবি হবে ।" প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, "আমরা এই গ্রেফতারির তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ করছি । বারুইপুর-কাণ্ডে বিজেপির তথাকথিত কোনও এক মন্ডল সভাপতির বিরুদ্ধে যখন পুলিশের হাত থেকে অপরাধী ছাড়িয়ে আনার অভিযোগ ওঠে, তখন পুলিশ কার্যত চুপ

বিজ্ঞানীদের সতর্কতা অগ্রাহ্য করে মহাকাশে আয়না বসানোর অনুমতি আমেরিকার

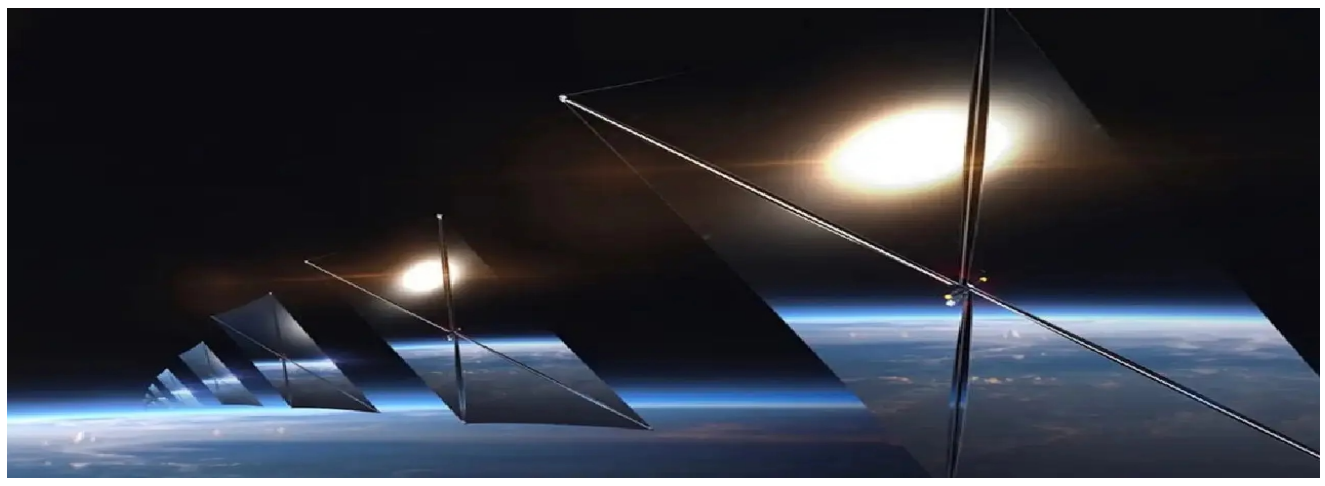

সুপ্রভাত বাংলাঃ শঙ্কর হালদারঃ পৃথিবীতে সূর্যাস্তের পরও অতিরিক্ত সূর্যালোক পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে ক্যালিফোর্নিয়াভিত্তিক স্টার্টআপ রিফ্লেক্ট অরবিটালকে পরীক্ষামূলকভাবে মহাকাশে একটি বিশাল আয়না বসানোর অনুমতি দিয়েছে মার্কিন ফেডারেল কমিউনিকেশন কমিশন (FCC)। সংস্থার পরিকল্পনা অনুযায়ী, চলতি বছরের শেষ দিকে Earendil-1 মহাকাশযানের মাধ্যমে প্রায় ৬০ ফুট আকারের একটি প্রতিফলক আয়না পৃথিবীর নিম্ন কক্ষপথে পাঠানো হবে। এই আয়নাটি সূর্যের আলো প্রতিফলিত করে সূর্যাস্তের পরও পৃথিবীর নির্দিষ্ট অংশে আলো পৌঁছে দেবে। প্রকল্পটি সফল হলে ভবিষ্যতে ধাপে ধাপে হাজার হাজার এমন আয়না মহাকাশে স্থাপনের পরিকল্পনাও রয়েছে। এই উদ্যোগকে অনেকেই ভবিষ্যতের জ্বালানি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন। এই প্রযুক্তি মূলত সৌরশক্তির ব্যবহার আরও কার্যকর করার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে। বর্তমানে সূর্য ডুবে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু মহাকাশে (Space Mirror) স্থাপিত আয়না সূর্যের আলো প্রতিফলিত করে অতিরিক্ত সময় ধরে সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিকে আলো সরবরাহ করতে পারবে। শুধু বিদ্যুৎ উৎপাদনই নয়, কৃষিকাজ, দুর্যোগ মোকাবিলা, উদ্ধার অভিযান, দুর্গম এলাকায় আলোকসজ্জা এবং জরুরি নির্মাণকাজেও এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে বলে সংস্থার দাবি। প্রথম পর্যায়ে প্রায় ৪০০ মাইল উচ্চতায় স্থাপিত আয়নাটি পৃথিবীর প্রায় তিন মাইল ব্যাসার্ধের একটি অঞ্চলকে আলোকিত করতে সক্ষম হবে। ভবিষ্যতে আরও বড় আকারের ১৮০ ফুটের আয়না তৈরির পরিকল্পনাও রয়েছে, যা পূর্ণিমার একশোটি চাঁদের সম্মিলিত আলোর সমান আলো প্রতিফলিত করতে পারবে বলে সংস্থার দাবি। উচ্চাভিলাষী প্রকল্প ঘিরে শুরু থেকেই বিতর্ক রয়েছে। মহাকাশ বিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং পরিবেশবিদদের একাংশ মনে করছেন, কৃত্রিমভাবে রাতের আকাশে আলো ছড়িয়ে দেওয়া হলে তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়তে পারে। তাঁদের আশঙ্কা, অতিরিক্ত প্রতিফলিত আলো বিমান চলাচলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে, জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণায় বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে এবং মানুষ, প্রাণী ও উদ্ভিদের স্বাভাবিক দিন-রাতের জৈবিক ছন্দ বা সার্কেডিয়ান রিদমেও প্রভাব ফেলতে পারে। পরিযায়ী পাখির চলাচল, বন্যপ্রাণীর আচরণ, এমনকি গাছপালার ফুল ফোটার সময়সূচিও বদলে যেতে পারে বলে সতর্ক করেছেন বিশেষজ্ঞরা। কানাডার ইউনিভার্সিটি অব রেজিনার মহাকাশ বিজ্ঞানী সামান্থা এল এক সাক্ষাৎকারে বলেন, রাতের আকাশ গবেষণার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেখানে কৃত্রিম আলো যুক্ত হলে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায়।

দেশীয় যুদ্ধজাহাজে শক্তিশালী ভারতের নৌ-প্রতিরক্ষা, কমিশন পেল নীলগিরি, সন্ধায়ক ও অর্ণালা শ্রেণীর নতুন নৌযান

সুপ্রভাত বাংলাঃ নিতাই মালাকারঃ ভারতের সামুদ্রিক নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে দেশীয় প্রযুক্তিতে নির্মিত নীলগিরি, সন্ধায়ক এবং অর্ণালা শ্রেণীর একাধিক নৌযান ভারতীয় নৌবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সম্প্রতি কমিশনপ্রাপ্ত আইএনএস দুনাগিরি, আইএনএস মহেন্দ্রগিরি, আইএনএস সংশোধক এবং আইএনএস অগ্রয় এই সক্ষমতাকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। আত্মনির্ভর ভারত উদ্যোগের আওতায় নির্মিত এই যুদ্ধজাহাজগুলি দেশের প্রতিরক্ষা উৎপাদন ও সামুদ্রিক কৌশলকে আরও শক্তিশালী করছে।ভারতীয় নৌবাহিনী দেশের প্রায় ১১,০৯৮ কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূলরেখা, ২৪ লক্ষ বর্গকিলোমিটার বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (EEZ) এবং সমুদ্রপথে পরিচালিত প্রায় ৯০ শতাংশ বাণিজ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। সেই লক্ষ্যেই তিন ধরনের বিশেষায়িত নৌযান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।১৭এ-র আওতায় নির্মিত নীলগিরি শ্রেণীর স্টেলথ ফ্রিগেটগুলি আধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র, উন্নত রাডার, সোনার ও হেলিকপ্টার পরিচালনার সুবিধাসহ সমুদ্রযুদ্ধে অত্যন্ত কার্যকর। মাজাগন ডক শিপবিল্ডার্স এবং গার্ডেন রিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স (জিআরএসই) এই যুদ্ধজাহাজ নির্মাণ করছে। সম্প্রতি আইএনএস মহেন্দ্রগিরি ও আইএনএস দুনাগিরি কমিশনপ্রাপ্ত হয়েছে।অন্যদিকে, জিআরএসই নির্মিত সন্ধায়ক শ্রেণীর সমীক্ষা জাহাজ সমুদ্রতলের মানচিত্র তৈরি, নিরাপদ নৌপথ নির্ধারণ এবং নীল অর্থনীতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আধুনিক মাল্টি-বিম ইকো সাউন্ডার, সাইড-স্ক্যান সোনার ও স্বয়ংক্রিয় জলের নিচের যান (AUV)-সহ এই জাহাজগুলি সমুদ্র সমীক্ষায় ভারতের সক্ষমতা বাড়িয়েছে। সম্প্রতি আইএনএস সংশোধক নৌবাহিনীতে যুক্ত হয়েছে।উপকূলবর্তী অগভীর জলসীমায় সাবমেরিন শনাক্ত ও প্রতিরোধের জন্য তৈরি অর্ণালা শ্রেণীর নৌযানও দেশীয় প্রযুক্তিতে নির্মিত। জিআরএসই ও এলঅ্যান্ডটি শিপবিল্ডিং যৌথভাবে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। সর্বাধুনিক সোনার, টর্পেডো ও সাবমেরিনবিরোধী রকেটসমৃদ্ধ এই নৌযানগুলির মধ্যে আইএনএস আগ্রয় সম্প্রতি কমিশনপ্রাপ্ত হয়েছে।প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে, এই তিন শ্রেণীর দেশীয় নৌযান শুধু সমুদ্রযুদ্ধ নয়, মানবিক সহায়তা, দুর্যোগ মোকাবিলা, অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযানেও সমানভাবে কার্যকর। একই সঙ্গে দেশীয় জাহাজ নির্মাণ শিল্প, এমএসএমই, কর্মসংস্থান, প্রতিরক্ষা রপ্তানি এবং ভারতের SAGAR ও MAHASAGAR সামুদ্রিক নীতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এই যুদ্ধজাহাজগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

বৃষ্টির দাপট কমবে দক্ষিণে

সুপ্রভাত বাংলাঃ তৎপার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি হয়নি। তবে সারাদিন আকাশের মুখ ছিল মেঘে ঢাকা। এই কারণে কিছু সময় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিকর গরম অনুভূত হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আকাশে মেঘ থাকায় মাটি থেকে উদ্ভূত তাপ ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। ফলে গরম অনুভূত হচ্ছে। এই পরিস্থিতি আজ অর্থাৎ সোমবারও চলবে। আলিপুর জানিয়েছে, অসমে জোড়া ঘূর্ণাবর্ত, আর বাংলাদেশেও ঘূর্ণাবর্ত। মৌসুমী অক্ষরেখা সক্রিয় গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপর। রাজস্থান থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী অক্ষরেখা পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের মিজোরাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। পাশাপাশি, প্রচুর পরিমাণে জলীয়বাষ্প প্রবেশ করায় বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। নিম্নচাপ অক্ষরেখার অবস্থান একই জায়গায় রয়েছে। ফলে দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি বেশি হবে। দক্ষিণবঙ্গে গত কয়েকদিন ধরেই মূলত মেঘলা আকাশ। মঙ্গলবার পর্যন্ত কয়েক'টি জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। পশ্চিমের জেলা এবং উপকূলবর্তী দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। সব জেলাতেই আজ থেকে আগামী পাঁচ দিন দফায় দফায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে। তবে দাপট কমবে, পরশু বুধবার থেকে । সেদিন ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা কমতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছে হাওয়া অফিস। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে ফের বাড়বে বৃষ্টি। ভারী বৃষ্টির সতর্কতাও তখন থাকবে।

সম্পাদকীয়

ছুঁয়ে দিলেই ২,৫০০ টাকা জরিমানা

শ্রাবন কুমার বিশ্বকর্মা

ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ছবির মত সুন্দর একাধিক জায়গা। যার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিমেষে টেক্কা দিতে পারে দেশ বিদেশের বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্র গুলিকেও। ভারতবর্ষে রয়েছে এমনই এক রহস্যময় গ্রাম (Mysterious Indian Village)। যেখানকার মানুষ শুধুমাত্র তাদের নিজস্ব ভাষাতেই কথা বলেন না, মেনে চলেন তাদের নিজস্ব নিয়ম। তাই ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায় প্রচলিত আইন সেখানে লাঘু হয়নি আজও। শুধু তাই নয়, এখানে প্রচলিত আছে এক অদ্ভুত নিয়ম। সেই নিয়ম অনুযায়ী এই গ্রামের কোনো জিনিস ছুঁলেই দিতে হয় মোটা টাকার জরিমানা। বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট উল্লেখ করা আছে, বহিরাগতরা এখানকার কোনো জিনিস স্পর্শ করলে ১,০০০ টাকা থেকে ২,৫০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা দিতে হতে পারে। এমনকী গ্রামের কোনো দোকান থেকে জিনিস কেনার সময় দোকানদার সরাসরি পর্যটকদের হাতে জিনিস দেন না। ছোঁয়া এড়াতে ক্রেতা দোকানের বাইরে টাকা রেখে দেন বদলে দোকানদার মাটিতে জিনিস রেখে দেন। তাই হিমাচলপ্রদেশের কুল্লু জেলায় অবস্থিত এই গ্রামে প্রথমবার ঘুরতে গিয়ে, এখানকার নিত্যনতুন নিয়ম কানুন দেখে হতবাক হয়ে যান পর্যটকরাও। ভারতবর্ষের মধ্যে অবস্থিত হলেও মালানা গ্রামের মানুষজন চলেন নিজেদের স্বতন্ত্র রীতিতে। এই গ্রামের রয়েছে নিজস্ব সংবিধান। বহুদিনের পুরনো ঐতিহ্য মেনে গ্রামবাসীরা গ্রাম পরিচালনা করে আসছেন আজও। মালানা গ্রামে নিজস্ব সংসদ রয়েছে যা ছোট এবং বড় দু'দুটি কক্ষ নিয়ে তৈরী। বড় কক্ষে

ভুয়ো পুলিশ সেজে দুই কোটি টাকা লুট

সুপ্রভাত বাংলাঃ নিজেদের কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা শাখার আধিকারিক পরিচয় দিয়ে এক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে ঢুকে প্রায় 2 কোটি টাকা লুট করে চম্পট দিয়েছে একদল দুষ্কৃতী। ঘটনায় এলাকায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে কলকাতা পুলিশ। কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের এক আধিকারিক বলেন, "এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ দেখে একজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। বাকিদেরও খোঁজ দ্রুত পাওয়া যাবে।" পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার কয়েকজন ব্যক্তি নিজেদের কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা পরিচয় দিয়ে প্রতাপাদিত্য রোডের একটি ব্যবসায়িক অফিসে হাজির হয়। তাদের প্রত্যেকের কাছেই ছিল পুলিশের পরিচয়পত্রের মতো দেখতে নকল আইডি কার্ড। অফিসে ঢুকেই তারা দাবি করে, সেখানে বিপুল পরিমাণ কালো টাকা মজুত রয়েছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তল্লাশি চালানো হবে। অভিযুক্তরা অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে প্রথমে অফিসের কর্মীদের বিশ্বাস অর্জন করে। এরপর একে একে সকলের মোবাইল ফোন কেড়ে নেওয়া হয়, যাতে বাইরে কারও সঙ্গে যোগাযোগ করা না যায়। এরপর কর্মীদের দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করে নগদ টাকা কোথায় রাখা রয়েছে, সেই তথ্য জানার চেষ্টা করে তারা। অভিযোগ, দুষ্কৃতীদের চাপে শেষ পর্যন্ত অফিসের ভল্ট খুলতে বাধ্য হন কর্মীরা। ভল্ট খুলতেই সেখান থেকে প্রায় 2 কোটি টাকা বের করে নিয়ে যায় অভিযুক্তরা। পুরো ঘটনাটি এতটাই পেশাদার কায়দায় ঘটানো হয় যে, উপস্থিত কেউই প্রথমে সন্দেহ করেননি। ঘটনার কিছু সময় পর ব্যবসায়ী ও কর্মীরা স্থানীয় থানার সঙ্গে যোগাযোগ করলে গোটা বিষয়টি সামনে আসে। তখনই তাঁরা জানতে পারেন, কোনও সরকারি তল্লাশি অভিযান চালানো হয়নি এবং যারা অফিসে এসেছিল তারা আসলে ভুয়ো পুলিশ পরিচয়ে আসা লুটেরা। এরপর টালিগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগ পাওয়ার পরই তদন্ত শুরু করেছে কলকাতা পুলিশ। আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে। অভিযুক্তদের পরিচয় জানারও চেষ্টা করছে পুলিশ। পুলিশ খতিয়ে দেখছে, এই ঘটনার সঙ্গে কোনও সংঘবদ্ধ অপরাধচক্র জড়িত কি না, এবং লুটের আগে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের গতিবিধি সম্পর্কে দুষ্কৃতীদের কাছে কোনও অভ্যন্তরীণ তথ্য ছিল কি না। তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, গোটা লুটের ছক আগেভাগেই কষা হয়েছিল। অফিসে কত টাকা রয়েছে, কোথায় রাখা আছে এবং কীভাবে কর্মীদের নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে

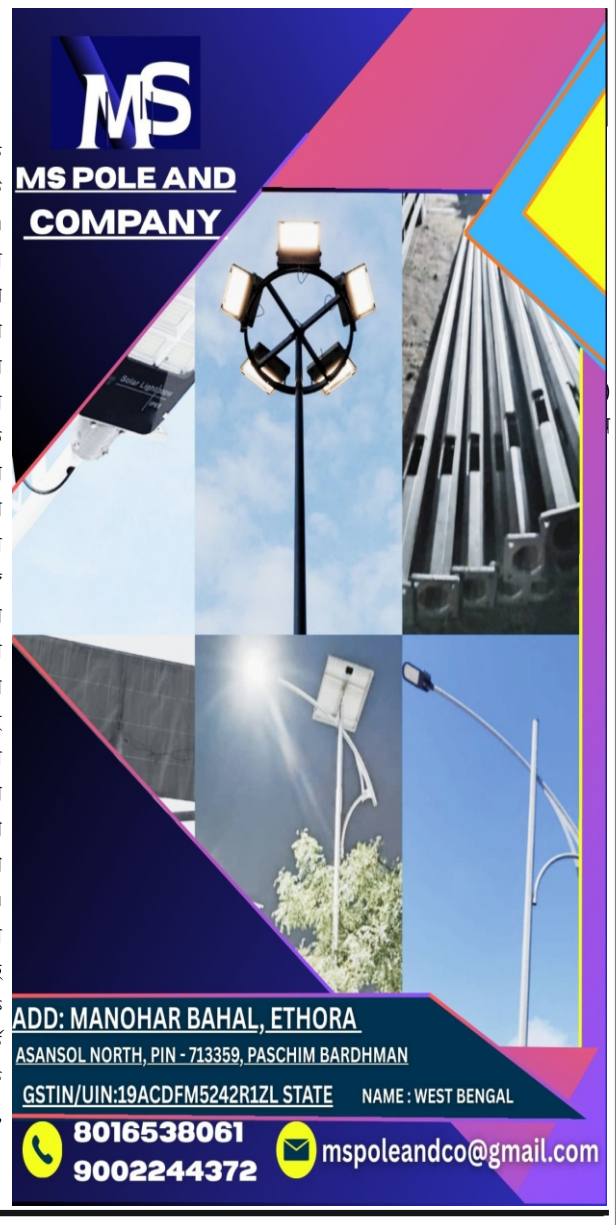

মমতাকে কটাক্ষ সুকান্তর

সুপ্রভাত বাংলা নিতাই মালাকারঃ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কালীঘাটের বাড়িতেই শহিদ দিবস করুন। রবিবার বিকেলে উত্তর 24 পরগনার মধ্যমগ্রামে শ্রমিক সংগঠনের একটি অনুষ্ঠান থেকে তৃণমূল নেত্রীকে কটাক্ষ করে এমনই মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। এদিন তিনি সীমান্তের মাদ্রাসাগুলির দেশবিরোধী কার্যকলাপ নিয়েও তীব্র আক্রমণ করেছেন। রবিবার মধ্যমগ্রামের সুভাষ ময়দানে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের শ্রমিক সংগঠনের একটি অনুষ্ঠান ছিল। ওই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। অনুষ্ঠান শেষে দ্বিধাবিভক্ত তৃণমূলের 21 জুলাই উদযাপন সম্পর্কে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "একুশে জুলাইয়ের শহিদ দিবসে যা লোক হবে, তাতে ধর্মতলা বা অন্য কোনও মাঠ নিয়ে লাভ নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বরং কালীঘাটের টালির চালের বাড়িতেই শহিদ দিবস পালন করুন। যে ক'টা লোক হবে, তাঁর বাড়িতেই তাঁদের বসার জায়গা হয়ে যাবে। এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সীমান্তের মাদ্রাসাগুলি নিয়েও তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। তিনি বলেন, "বাম জমানায় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সীমান্তের মাদ্রাসাগুলি নিয়ে সরব হয়েছিলেন। তিনি তখন বলেছিলেন সীমান্তের মাদ্রাসাগুলি সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘর। পরে অবশ্য দলের চাপে তিনি সরে এসেছিলেন। তবে সেদিন তিনি তো কোনও স্বপ্নাদেশ পেয়ে ওই মাদ্রাসাগুলি সম্পর্কে সতর্কতার কথা বলেননি। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি মাদ্রাসাগুলির কাজকর্ম সম্পর্কে জানতেন। আমাদের সরকারও সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কোনও মাদ্রাসায় যদি দেশবিরোধী কাজ করার গন্ধ পাওয়া যায়, অবশ্যই তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।" দমদম বিমানবন্দর চত্বর থেকে মসজিদ সরানোর বিষয় বালুরঘাটের সাংসদ এদিন বলেন, "আমি যখন কলেজে পড়তাম তখন থেকে দমদম বিমানবন্দর লাগোয়া মসজিদের সমস্যার কথা শুনেছি। মসজিদ থাকার কারণে বিমানবন্দরের রানওয়ে বাড়ানো যাচ্ছে না। আমাদের সরকার ওই মসজিদ সারানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতদিন কেউ সাহস দেখায়নি। আমাদের সরকার সেই সাহস দেখিয়েছে।"

৬০টি কমিটিকে ৫ লক্ষের অনুদান,শ্রাবণ মেলায় মুখ্যমন্ত্রীর

সুপ্রভাত বাংলাঃ শঙ্কর হালদারঃ সোমবার রাজ্যের বিধায়ক, জেলাশাসক এবং প্রশাসনের সর্বস্তরের শীর্ষ আধিকারিকদের নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভার্চুয়াল সমন্বয় বৈঠক করেন তিনি। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানান, রাজ্যের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সরকারের কর্তব্য। আর সেই লক্ষ্যেই এবার সরকারিভাবে রথযাত্রায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে চলেছে রাজ্য প্রশাসন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন, ইসকন, ভারত সেবাশ্রম সংঘের মতো শীর্ষস্থানীয় আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এবং সন্ত সমাজের উপস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী জানান, উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া হলেও দেশের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও পরম্পরাকে সযত্নে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া বর্তমান সরকারের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, পশ্চিমবঙ্গ কেবল এক সময় ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানীই ছিল না, এটি শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেব, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী প্রণবানন্দ, মা সারদামণি ও রানি রাসমণির মতো মহামানবদের পুণ্যভূমি। কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ কিংবা দার্জিলিং থেকে দিঘা- এ রাজ্যের রথযাত্রা উৎসব শত শত বছরের পুরনো পরম্পরা ও আনন্দের মিলনক্ষেত্র। ঐতিহ্যের এই ধারাকে অব্যাহত রাখতে এবারই প্রথম রাজ্য সরকার রথযাত্রায় সরাসরি ও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, রথযাত্রা উৎসব পালনের জন্য প্রশাসনের তরফ থেকে সবরকম সহায়তা দেওয়া হবে। রাজ্যের ৭৫টি ঐতিহ্যপূর্ণ রথযাত্রা মেলায় বিশেষ 'সেবা কেন্দ্র' গড়ে তুলবে প্রশাসন। তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের পরিচালনায় এই কেন্দ্রগুলি সংশ্লিষ্ট রথযাত্রা কমিটি, জেলা প্রশাসন ও পুলিশ যৌথভাবে পরিচালনা করবে। এর পাশাপাশি, পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী রাজ্যের ৬০টি রথযাত্রা কমিটিকে ৫ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার প্রক্রিয়াও এদিন শুরু হয়। এই অনুদানের অর্থ মূলত পুরনো ও কাঠের নির্মিত রথগুলির সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে ব্যয় করার জন্য কমিটিগুলিকে অনুরোধ জানান তিনি। আগামী দিনে এই তালিকা আরও ত্রুটিমুক্ত ও সম্প্রসারিত করার আশ্বাস দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'প্রথম বছর তালিকা তৈরির ত্রুটি থাকলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন... আগামিদিনে ত্রুটিমুক্ত তালিকা তৈরির চেষ্টা করা হবে। এখন যে কাজ শুরু হলো, তা আগামীতে মহীরূহে পরিণত হবে।' এবারের রাজ্য বাজেটে ধর্মীয় পর্যটন ও প্রাচীন মন্দিরগুলির সংস্কারে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, মুর্শিদাবাদের ঐতিহাসিক কিরীটেশ্বরী মন্দির-সহ রাজ্যের প্রাচীন ও হেরিটেজ মন্দিরগুলির পুনর্সংস্কারের জন্য 'তীর্থক্ষেত্র সার্কিট' নামে একটি নতুন রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে। আগামী দুই বছর ধরে এই সার্কিটের অধীনে ব্যাপক উন্নয়নমূলক কাজ হবে এবং এই উদ্দেশ্যে বর্তমান অর্থবর্ষে প্রাথমিকভাবে ১,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে রাজ্য সরকার। এর পাশাপাশি বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামো উন্নয়নেও সরকার অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে বলে জানান শুভেন্দু অধিকারী। ভারত সেবাশ্রম সংঘ পরিচালিত হাসপাতালগুলিকে 'আয়ুষ্মান ভারত' যোজনার তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন পরিচালিত বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় এবং কৃষি বিদ্যালয়গুলির উন্নয়নমূলক প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করেছে সরকার। কলকাতার শিমলা স্ট্রিটে স্বামী বিবেকানন্দের পবিত্র জন্মভিটের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধার্থে সরকারের তরফ থেকে ৫ কোটি টাকার একটি বিশেষ 'করপাস ফান্ড' দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে। আপাতত রাজ্যের তিনটি বিখ্যাত শিব মন্দিরকে বিশেষ পরিকল্পনার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে-হুগলির তারকেশ্বর ধাম, জলপাইগুড়ির জল্পেশ মন্দির এবং আলিপুরদুয়ারের জয়ন্তী এলাকার একটি শিব মন্দির।

গুন্ডা দমন আইনে স্থগিতাদেশের আবেদন

সুপ্রভাত বাংলাঃ গুন্ডা দমন আইনের (West Bengal Public Safety and Control of Anti-Social Activities Act) স্থগিতাদেশ চেয়ে আবেদন জানানো হয়েছে কলকাতা হাই কোর্টে। মামলা দায়ের করার অনুমতি চেয়ে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি পার্থসারথী চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন করেছেন আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়। এই বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন মামলাকারীদের আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়। তিনি জানান, এই আইন নিপীড়নমূলক এবং সংবিধান বিরোধী। তাই এই আইনের উপরে স্থগিতাদেশ দেওয়া হোক। আবেদনের পর এই মামলা দায়ের করার অনুমতি দেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী। আদালত সূত্রের খবর, এর পরেই মামলা দায়ের করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। তবে জরুরি ভিত্তিতে শুনানি নয়। এই মামলা দায়ের হলে তালিকা অনুযায়ী শুনানি গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়ে দিয়েছে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর বেঞ্চ। উল্লেখ্য, রাজ্যে আজ থেকেই গুন্ডা দমন আইন কার্যকর করা হয়েছে। সমাজবিরোধী কার্যকলাপ, সংগঠিত অপরাধ ও সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য রুখতে রাজ্যজুড়ে কার্যকর হয়েছে কঠোর 'গুন্ডা দমন আইন' (West Bengal Public Safety and Control of Anti-Social Activities Act)। এই আইনের বলে কোনও ব্যক্তিকে জননিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক মনে হলে পুলিশ ও প্রশাসন তাঁকে বিনা বিচারে 1 বছর পর্যন্ত আটক (Preventive Detention) রাখতে পারবে। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নির্দিষ্ট কোনও জেলা বা অঞ্চল থেকে এক বছর পর্যন্ত প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, সরকারি বা বেসরকারি সম্পত্তি নষ্ট করলে বা অপরাধমূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে বেআইনি সম্পত্তি অর্জন করলে তা বাজেয়াপ্ত করার কড়া নিদান রাখা হয়েছে এই আইনে। রাজ্য বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে রাজ্য সরকার গুন্ডা দমন বিল পাশ করিয়েছে। তবে এই বিলকে ঘিরে শুরু থেকেই বিরোধী দলগুলি তীব্র আপত্তি জানিয়ে এর সম্ভাব্য অপব্যবহার নিয়ে গভীর আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। নতুন আইনের কড়া সমালোচনা করে বিরোধীদের দাবি, এই আইন ভবিষ্যতে রাজ্যের গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ দমনের হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে।

স্কুল পড়ুয়াদের হাতে ইউনিফর্ম তুলে দিতে তৎপরতা

সুপ্রভাত বাংলা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের হাতে ইউনিফর্ম তুলে দেওয়ার লক্ষ্যে তৎপর হল রাজ্যের স্কুল শিক্ষা দফতর। 2026 সালের 'স্কুল ইউনিফর্ম প্রজেক্ট'-এর কাজ দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে সব জেলার স্কুল পরিদর্শকদের নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। আগামী 18 জুলাইয়ের মধ্যে প্রকল্পের চূড়ান্ত প্রশাসনিক প্রক্রিয়া শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা দফতরের জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, 2026 সালের ইউনিফর্ম প্রকল্পের 'ফাইনাল ওয়ার্ক অর্ডার' 18 জুলাইয়ের মধ্যে সম্পন্ন করে রাজ্য সরকারের 'বাংলার শিক্ষা' পোর্টালে আপলোড করতে হবে। স্কুল শিক্ষা দফতর জানিয়েছে, চূড়ান্ত ওয়ার্ক অর্ডার জমা না পড়া পর্যন্ত পোর্টালে পড়ুয়াদের ইউনিফর্মের মাপ বা 'মেজারমেন্ট এন্ট্রি'-র ব্যবস্থা চালু হবে না। ফলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই কাজ শেষ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর পাশাপাশি, 2027 শিক্ষাবর্ষের ইউনিফর্ম পরিকল্পনার প্রস্তুতিও শুরু করেছে শিক্ষা দফতর। সেই লক্ষ্যে এর আগেই সব জেলার স্কুল পরিদর্শকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, 2022 সালের আগে সংশ্লিষ্ট স্কুলে কী রঙের ও কী ধরনের ইউনিফর্ম প্রচলিত ছিল, তার তথ্য সংগ্রহ করতে। সেই তথ্যের ভিত্তিতেই আগামী শিক্ষাবর্ষে কোন স্কুলে কী রঙের কাপড় প্রয়োজন হবে, তার জেলাভিত্তিক সমীক্ষা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, জেলার আওতাধীন সমস্ত সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় থেকে তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি তা যাচাইও করতে হবে। এরপর সমীক্ষার ভিত্তিতে একটি পূর্ণাঙ্গ জেলা রিপোর্ট শিক্ষা দফতরে জমা দিতে হবে। এই কাজের জন্য আগে 15 দিনের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। এবার সেই সময়সীমার মধ্যেই, অর্থাৎ 18 জুলাইয়ের মধ্যে সমীক্ষা, তথ্য যাচাই এবং প্রয়োজনীয় রিপোর্ট জমা দেওয়ার কাজ শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা দফতরের মতে, এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলেই 2026 সালের ইউনিফর্ম বিতরণ এবং 2027 সালের পরিকল্পনা— দুই ক্ষেত্রেই কাজ আরও দ্রুত এগোবে।

বঙ্গোপসাগরে ট্রলারডুবি: উদ্ধার ৯ মৎস্যজীবীর দেহ, নিখোঁজ আরও ৬

সুপ্রভাত বাংলাঃ সৌরভ নস্কর, বঙ্গোপসাগরের উত্তাল জলরাশি থেকে উদ্ধার হলো নিখোঁজ ট্রলার 'এফবি জয় মা কালী'। রবিবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার রক্তেশ্বর চরের কাছে ট্রলারটির ধ্বংসাবশেষ শনাক্ত করে পুলিশ, বনদপ্তর এবং ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনী। রাতভর তল্লাশি চালিয়ে ট্রলারের ভিতর থেকে ৯ জন মৎস্যজীবীর দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এই মর্মান্তিক ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে উপকূলবর্তী এলাকায়। চলতি মাসের শুরুতে পূর্ব মেদিনীপুরের শঙ্করপুর মৎস্যবন্দর থেকে ১৫ জন মৎস্যজীবী নিয়ে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে রওনা দিয়েছিল ট্রলারটি। কিন্তু দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কবলে পড়ে সেটি নিখোঁজ হয়ে যায়। দীর্ঘ অপেক্ষার পর রবিবার দুপুরে গোবর্ধনপুরের সীতারামপুরে ট্রলারটিকে উদ্ধার করে আনা হয়। উদ্ধার হওয়া দেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন রামনগর বিধানসভার বিধায়ক চন্দ্রশেখর মন্ডল। তিনি নিখোঁজ মৎস্যজীবীদের পরিবারের সদস্যদের সাথে দেখা করেন।প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘ সময় জলে থাকায় দেহগুলি শনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়েছে। তাই সাধারণ শনাক্তকরণের পাশাপাশি মৃতদেহগুলির ডিএনএ টেস্ট করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে চলছে দেহ শনাক্তকরণের প্রক্রিয়া।ট্রলারে থাকা ১৫ জনের মধ্যে ৯ জনের দেহ উদ্ধার হলেও, এখনও ৬ জন মৎস্যজীবী নিখোঁজ রয়েছেন। তাঁদের সন্ধানে সোমবার সকাল থেকে ফের জোরকদমে তল্লাশি চালাচ্ছে যৌথ উদ্ধারকারী দল। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে প্রশাসন। পুরো ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ও শোকের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

নবান্ন থেকে ভার্চুয়াল সমন্বয় সভা, হুগলির তিন রথযাত্রা কমিটিকে ৫ লক্ষ টাকা করে অনুদান

সুপ্রভাত বাংলাঃ রাজকুমার প্রসাদ, হুগলি: আসন্ন রথযাত্রা উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার রথযাত্রা কমিটিগুলিকে নিয়ে নবান্ন থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে একটি সমন্বয় সভার আয়োজন করা হয়। সভায় উপস্থিত থেকে মুখ্যমন্ত্রী রথযাত্রা উপলক্ষে সকলকে শুভেচ্ছা জানান এবং শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু ও নিরাপদভাবে উৎসব পরিচালনার আহ্বান জানান।কলকাতা ও হাওড়া ছাড়া রাজ্যের বিভিন্ন জেলার রথযাত্রা কমিটিগুলি এই ভার্চুয়াল বৈঠকে অংশ নেয়। হুগলি জেলা থেকে উপস্থিত ছিল তিনটি ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রা কমিটি—মাহেশ রথযাত্রা কমিটি, বলাগড়ের গুপ্তিপাড়া রথযাত্রা কমিটি এবং চন্দননগর রথ পরিচালন সমিতি।রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই তিনটি কমিটিকে ৫ লক্ষ টাকা করে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়। এদিন হুগলির জেলাশাসক ও চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের প্রতিনিধিরা সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলির হাতে প্রতীকী (ড্যামি) চেক তুলে দেন।জেলাশাসক রথযাত্রা কমিটিগুলির উদ্দেশে বলেন, প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে যাতে শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে রথযাত্রা সম্পন্ন হয়, সেই বিষয়ে সকলকে সচেতন থাকতে হবে। পাশাপাশি, ভক্ত ও দর্শনার্থীদের নিরাপত্তায় পর্যাপ্ত পুলিশি ব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক সহায়তার আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে।প্রশাসনের এই উদ্যোগে রথযাত্রা উপলক্ষে উৎসবের প্রস্তুতি আরও জোরদার হয়েছে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট রথ পরিচালন কমিটিগুলি।

বিপুল পরিমাণে রেশন ভোটার কার্ড উদ্ধার শোরগোল নবদ্বীপে

সুপ্রভাত বাংলাঃ ডিজিটাল রেশন ও ভোটার কার্ড-সহ সরকারি নথি । এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার রাতে নদিয়ার নবদ্বীপে প্রাচীন মায়াপুর বসাকপাড়া মোড় সংলগ্ন এলাকায় । ঘটনার শোরগোল পড়ে গিয়েছে আশেপাশে । স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যে পালাবদলের পর দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রয়েছে তৃণমূলের ওই কার্যালয় । সেখান থেকেই এবার ডিজিটাল রেশন কার্ড, ভোটার কার্ড ছাড়াও মৎস্যজীবী পরিচয়পত্র-সহ বিভিন্ন সরকারি নথি উদ্ধার হয়েছে । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে নবদ্বীপ থানার পুলিশ উদ্ধার হওয়া নথিগুলি নিজেদের হেফাজতে নেয় । বিজেপির নবদ্বীপ উত্তর মণ্ডলের সহ-সভাপতি তন্ময় কুণ্ডু বলেন, "নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকে ওই কার্যালয়টি বন্ধ ছিল । সম্প্রতি রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প সংক্রান্ত পরিষেবা দেওয়ার জন্য 7 নম্বর ওয়ার্ডে অস্থায়ী শিবির পরিচালনা করছিল বিজেপি । স্থানীয় তৃণমূলের কয়েকজন নেতা-নেত্রী ওই বন্ধ কার্যালয়টি ব্যবহারের জন্য বিজেপির হাতে তুলে দেন এবং কয়েকদিন আগে কার্যালয়ের চাবি আমাদের হাতে দেওয়া হয় ।" তিনি আরও বলেন, "কার্যালয় খুলে দেখা যায়, একটি ঘরের আলমারি খোলা অবস্থায় রয়েছে এবং সেখানে থাকা কম্পিউটারটি নেই । একই সঙ্গে ঘরের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে বিপুল পরিমাণ ডিজিটাল রেশন কার্ড, ভোটার পরিচয়পত্র, মৎস্যজীবী পরিচয়পত্র-সহ বিভিন্ন সরকারি নথি । পরে স্থানীয়দের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হলে অধিকাংশ নথিই এলাকার বাসিন্দাদের বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে ।" বিজেপির দাবি, উদ্ধার হওয়া নথির সংখ্যা প্রায় এক হাজারের কাছাকাছি হতে পারে । তন্ময় কুণ্ডুর অভিযোগ, ওই ওয়ার্ডের তৎকালীন তৃণমূল নেতৃত্ব সাধারণ মানুষের সরকারি নথি দলীয় কার্যালয়ে রেখে দিয়েছিল, যার ফলে বহু মানুষ সরকারি পরিষেবা পেতে সমস্যার মুখে পড়েছেন । তাই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত, দায় নির্ধারণ এবং প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছে বিজেপি । এদিকে, বন্ধ দলীয় কার্যালয় থেকে বিপুল পরিমাণ সরকারি নথি উদ্ধারের খবর ছড়িয়ে পড়তেই স্থানীয় বাসিন্দাদের ভিড় জমে যায় ওই দলীয় কার্যালয়ে । যে সমস্ত স্থানীয় বাসিন্দাদের নথি উদ্ধার হয়েছে, তাঁদের স্থানীয় থানার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে । কৃষ্ণনগর জেলা পুলিশের ডিএসপি শিল্পী পাল বলেন, "সূত্রের খবর পেয়ে আমাদের নবদ্বীপ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এবং স্থানীয়দের অভিযোগের ভিত্তিতে ওই কার্যালয় থেকে যে সমস্ত নথিপত্র পাওয়া গিয়েছে সেগুলি উদ্ধার করা হয় । সেগুলিকে বাজেয়াপ্ত করে থানায় নিয়ে আসা হয় । পুলিশ পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে ।" তৃণমূল কার্যালয় থেকে বিপুল পরিমাণে রেশন-ভোটার কার্ড উদ্ধার ! শোরগোল নবদ্বীপ অত ডিজিটাল রেশন ও ভোটার কার্ড-সহ সরকারি নথি কোথা থেকে এল খতিয়ে দেখছে পুলিশ । ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব ।

দুষ্কৃতীদের গুলিতে জখম দুই যুবক

সুপ্রভাত বাংলাঃ নিজস্ব প্রতিনিধি হঠাৎই পরপর গুলির শব্দে কেঁপে ওঠে ঝাড়গ্রাম জেলার বিনপুর থানার বেতকুঁদরি এলাকা। মুহূর্তের মধ্যেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকাজুড়ে। দুষ্কৃতীদের গুলিতে জখম হন বালি খাদানে কর্মরত দুই যুবক। পুলিশ সুপার মানব সিংলা বলেন, "এটা একটা অ্যাক্সিডেন্টাল ফায়ারিং ছিল। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। শুরু করেছে। কী কারণে এই হামলা এবং কারা এর সঙ্গে জড়িত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।" রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁদের উদ্ধার করে ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে দু'জনেই চিকিৎসাধীন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত দুই যুবকের নাম শুভদীপ ঘোষ ও অমিত মণ্ডল। তাঁদের বাড়ি, বীরভূম জেলার দুবরাজপুর থানার রামচন্দ্রপুর এলাকায়। তাঁরা বেতকুঁদরি এলাকার 'কে কে মিনারেলস' নামের একটি বালি খাদানে কাজ করেন । ওই বালি খাদানের মালিক উত্তম কেশি, যিনি পানাগড়ের বাসিন্দা। আহতদের দাবি, রাত তখন 10টা 5 মিনিট । কাজ শেষে ফিরছিলেন তাঁরা। পথে রাস্তার ধারে একটি ফুলের তোড়া পড়ে থাকতে দেখে দাঁড়ান। সেইসময় একটি মোটর বাইকে তিনজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি সেখানে এসে তাঁদের পরিচয় ও কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। আচমকাই কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই তাঁদের লক্ষ্য করে পরপর কয়েক রাউন্ড গুলি চালানো হয়। গুলিতে শুভদীপ ঘোষের পিঠের ডানদিকের অংশে ও বাঁ-পায়ে এবং অমিত মণ্ডলের বাঁ-পায়ে গুলি লাগে। গুলির আঘাতে অমিতের পায়ের হাড় ভেঙে (ফ্র্যাকচার) গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। গুলিবিদ্ধ হয়ে দু'জনেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এরপরই দুষ্কৃতীরা দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। গুলির শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে দুই যুবককে উদ্ধার করে ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যান। খবর পেয়ে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ সুপার ঘটনাস্থলে পৌঁছন এবং রাতেই আহত দুই যুবককে কলকাতার এসএসকেএম স্থানান্তর করা হয়।

১৫ বছরের দুর্ভোগ! বর্ষার মরণফাঁদ থেকে বাঁচতে অবশেষে স্বেচ্ছাশ্রমে পথ সংস্কার জঙ্গলমহলে

সুপ্রভাত বাংলাঃ নিজস্ব প্রতিনিধি সরকারের পর সরকার বদলেছে, কিন্তু বদলায়নি রাস্তার ভাগ্য। বছরের পর বছর ধরে প্রশাসনের দরজায় কড়া নেড়েও মেলেনি সুরাহা। অবশেষে বর্ষার মরসুমে চূড়ান্ত দুর্ভোগ থেকে বাঁচতে নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই বদলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলের খেড়িয়াশায় গ্রামের বাসিন্দারা। কোদাল-ঝুড়ি হাতে বোল্ডার দিয়ে বেহাল রাস্তা মেরামতের কাজে নেমে পড়লেন গ্রামের বাসিন্দারা।বাঁকুড়া জেলার রানিবাঁধ ব্লকের আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রাম খেড়িয়াশায়। প্রায় ৭০টি পরিবারের বসবাস এই গ্রামে। রাজাকাটা শিবমন্দির থেকে খেড়িয়াশায় গ্রামে ঢোকার প্রায় এক কিলোমিটার দীর্ঘ কাঁচা রাস্তাটি বিগত দেড় দশক ধরে চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে রয়েছে। এই মরণপথ দিয়েই প্রতিদিন গ্রামের পড়ুয়াদের যেতে হয় রানিবাঁধ উচ্চ বিদ্যালয়ে। গ্রামের কেউ অসুস্থ হলে কোনও অ্যাম্বুল্যান্স ও যানবাহন ঢুকতেই চায় না।

ধূপগুড়ি সুপার মার্কেট চত্বরে বুলডোজার চালালো প্রশাসন

সুপ্রভাত বাংলাঃ দীর্ঘদিন ধরে সরকারি জমি দখল করে অবৈধভাবে শেড নির্মাণ করে চলছিল ব্যবসা। ব্যবসায়ীরা যাতে তাদের অস্থায়ী দোকানঘর তুলে নিয়ে যায় এজন্য পনেরো দিন আগে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। এমনকি সাত দিন আগেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যবসায়ীদের দোকানঘর তুলে নিতে বলা হয়। কিছু ব্যবসায়ী দোকানঘর তুলে নিয়ে গেলেও বহু সংখ্যক ব্যবসায়ী দোকানঘর তুলে নিয়ে যায়নি। সোমবার দিন অস্থায়ী দোকানঘরগুলো ভাঙতে বুলডোজার চলল ধূপগুড়ি সুপার মার্কেটে। এতদিন বিভিন্ন গ্রামগঞ্জের মানুষ এবং শহরের কিছু ব্যবসায়ী সুপার মার্কেটে কাঁচামাল কেনেবেচার জন্য অস্থায়ীভাবে শেড নির্মাণ করে। সেই ঘরগুলো ভেঙে দেওয়া হয়। ধূপগুড়ি থানার পুলিশ ও ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে ভাঙচুর চলে। এক ব্যবসায়ী নূর হোসেন বলেন, "ধূপগুড়ি সুপার মার্কেট চত্বরে সাড়ে তিনশোর বেশি অবৈধ ঘর ভাঙা হচ্ছে। এর আগে ৪ তারিখে নোটিশ দিয়েছিল কিন্তু ভাঙেনি, এখন ভাঙছে। তিনি বলেন, আমি পঁচিশ বছর ধরে এই সরকারি জমিতে ব্যবসা করছি। এখন আর এখানে ব্যবসা করতে পারব না। স্ত্রী, সন্তানদের নিয়ে এখন কিভাবে খেয়েদেয়ে দিন কাটাবো তার উপায় নেই।"

বারুইপুর তাণ্ডব-কাণ্ডে গ্রেফতার CPIM নেতা

সুপ্রভাত বাংলাঃ বড়সড় পদক্ষেপ করল পুলিশ। সিপিআইএম নেতা লাহেক আলিকে গ্রেফতার করল পুলিশ। অভিযোগ, নাবালিকার ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার বিচার দাবিতে চলা বিক্ষোভ ও আন্দোলনে উসকানি ও ইন্ধন দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করেছে । মঙ্গলে বারুইপুর মহকুমা আদালতে তাঁকে পেশ করা হবে। সূত্রের খবর, রবিবার গভীর রাতে লাহেক আলিকে আটক করা হয়। পরে তাঁকে গ্রেফতার দেখানো হয়। তবে গ্রেফতারের পর তাঁকে বারুইপুর থানায় রাখা হয়নি। বরং, সেখান থেকে সরাসরি ভবানী ভবনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। ভবানী ভবনে নিয়ে যাওয়ার কারণ নিয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে এখনও বিস্তারিত কিছু জানানো না-হলেও, তদন্তের স্বার্থেই এই পদক্ষেপ বলে অনুমান করা হচ্ছে।

মন্ত্রীকে সটান বাস থেকে নেমে যেতে বললেন কন্ডাক্টর

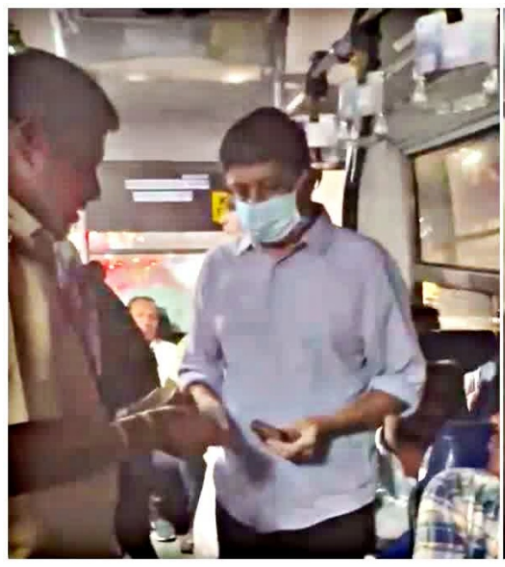

সুপ্রভাত বাংলাঃ রেগেমেগে কন্ডাক্টর যাত্রীকে মুখের উপর বাস থেকে 'নেমে যান' বলে নিদান দেন। কিন্তু এই যাত্রী যদি কোনও ছদ্মবেশধারী মন্ত্রী হন ! আর কন্ডাক্টর যদি মন্ত্রীকে চিনতে না-পেরে তাঁকে এমন নিদান দেন ! তাহলে কী হবে পরিস্থিতি ? ঠিক এমন ঘটনাই ঘটেছে দেশের তথ্যপ্রযুক্তি হাব বেঙ্গালুরুতে। কর্ণাটকের পরিবহণ মন্ত্রী বাইরথি সুরেশ বেঙ্গালুরু মেট্রোপলিটন ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন (বিএমটিসি)-র হেব্বাল থেকে নাগাশেত্তিহাল্লি যাওয়ার বাসে ওঠেন। বাসে উঠে কন্ডাক্টরকে দু'টি টিকিট কাটতে বলেন। 100 টাকার নোট ধরিয়ে দেন। তখন কন্ডাক্টর মাস্ক-ঢাকা মন্ত্রীকে বলেন, "খুচরো দিন।" যাত্রী জানিয়ে দেন, তাঁর কাছে খুচরো নেই। এবার কন্ডাক্টর তাঁর খালি ব্যাগ দেখিয়ে যাত্রীকে সটান বাস থেকে নেমে যেতে বলেন। মন্ত্রীও নিজের পরিচয় খোলসা না-করে চুপচাপ বাস থেকে নেমে যান। শনিবার মাস্ক পরে শহরের পরিবহণ পরিস্থিতি নিজের চোখে খতিয়ে দেখতে বেরিয়েছিলেন মন্ত্রী সুরেশ। সন্ধ্যা 7.10 মিনিট থেকে রাত 9.10 মিনিটের মধ্যে তিনি 10টিরও বেশি বাসে বিভিন্ন রুটে যাতায়াত করেন। বিএমটিসি পরিবহণের বাসগুলি ঠিকঠাক কাজ করছে কি না, যাত্রীদের কোনও অসুবিধে হচ্ছে কি না, এসব জানবার চেষ্টা করছিলেন তিনি। কিন্তু মন্ত্রী একটি মাস্ক দিয়ে সুকৌশলে মুখ ঢেকে রেখেছিলেন। তাই বাসে বা রাস্তাঘাটে যাতায়াতের সময় কেউ তাঁকে চিনতে পারেনি বা আলাদা করে কারও নজরেও পড়েননি তিনি। একের পর এক বাসে ওঠেন এবং কোথাও কোথাও যাত্রীদের সঙ্গে কথাও বলে তাঁদের মতামত জানবার চেষ্টা করেন। এর মধ্যে একটি বাস জয়মহল থেকে নির্ধারিত গন্তব্যে যাচ্ছিল। একজন যাত্রী ফান ওয়ার্ল্ড স্টপেজে বাসটি থামাতে বললেও বাসচালক সেদিকে কর্ণপাত করেননি এবং বাসটি চালিয়ে নিয়ে চলে যান। ঘটনাটি সুরেশের নজরে আসে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ওই বাস চালক মুস্তাক ও কন্ডাক্টর দয়ানন্দকে সাসপেন্ড করার নির্দেশ দেন তিনি। নাগাশেট্টি এলাকায় মন্ত্রী একটি অটোয় সফর করেন। প্রায় এক কিমি রাস্তা যাওয়ার পর মন্ত্রী নেমে যাওয়ার জন্য অটোচালকের কাছে ভাড়া জানতে চান। অটোর মিটারে 30 টাকা ভাড়া দেখালেও, চালক 36 টাকা দাবি করেন। মন্ত্রী জানতে চান, এই বাড়তি ভাড়া কেন ? তখন অটোচালক জানান, মিটারটি খারাপ, সারাতে হবে। মন্ত্রী তাঁকে 40 টাকা দিয়ে অটো থেকে নেমে যান।

বিচারককে 'কালা জাদু'র চেষ্টা বৃদ্ধার

সুপ্রভাত বাংলাঃ নিজস্ব সংবাদদাতা, বিচারকের উপর কালা জাদু করে বসেন এক বৃদ্ধা। বিচারকের চেয়ারে কিছু ছোট ছোট দানা পড়ে থাকতে দেখে আদালতের কর্মীরা সিসিটিভি ফুটেজে পরীক্ষা করেন। তারপরই চোখ কপালে ওঠে তাঁদের। ঘটনা সামনে আসতেই কর্ণাটকের চিক্কাবাল্লাপুরার ওই 65 বছরের বৃদ্ধাকে 14 দিনের বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠায় আদালত। জেলা পুলিশ সুপার কুশল চকসে এনিয়ে বলেন, "অভিযুক্ত বৃদ্ধা কালাজাদুর করার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। চিক্কাবাল্লাপুরা সিটি থানায় কর্ণাটক প্রিভেনশন অফ উইচক্রাফ্ট অ্যাক্ট (Karnataka Prevention of Witchcraft Act, 2017), 2017-এর অধীনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে ওই বৃদ্ধা বিচারকের চেয়ার ও টেবিলে সাদা সর্ষে ছিটিয়ে দেন। আদালতের কর্মীদের অভিযোগের ভিত্তিতে মামলাটি নথিভুক্ত করা হয় এবং ওই বৃদ্ধাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।" তিনি আরও বলেন, "গত 9 জুলাই অর্থাৎ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ চিক্কাবাল্লাপুরা শহরের 1ম অতিরিক্ত দেওয়ানি ও জেএমএফসি আদালতে ঘটনাটি ঘটে। আদালতে বৃদ্ধের একটি জমি সংক্রান্ত মামলার শুনানি ছিল। তার আগে তিনি এমন কাণ্ড ঘটান। শুনানির সময় অভিযুক্ত মঞ্জুলা স্বীকার করেন যে তিনি জাদুবিদ্যা চর্চা করতেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করেন এই কালাজাদু তাঁকে মামলা জিততে সাহায্য করবে। তাঁর স্বীকারোক্তি শুনে গ্রেফতারের পর আদালতে হাজির করা হয় গতকাল। রবিবার আদালত ধৃত মঞ্জুলাকে 14 দিনের বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়েছে।" পুলিশ সূত্রে খবর, বিষয়টি নজরে আসে আদালতের কর্মীদের তৎপরতায়। তাঁরাই দেখেন বিচারকের চেয়ারে ও তার আশপাশে সাদা সর্ষে পড়ে রয়েছে। এরপরই আদালতের কর্মীরা বিষয়টি পরখ করতে সিসিটিভি ফুটেজ দেখেন। তখনই দেখেন ধৃত বৃদ্ধা হাতে করে কিছু দিনিস ছুড়ে দেন বিচারকের চেয়ারের দিকে।

যৌন নিগ্রহের অভিযোগ, গ্রেফতার ক্যারাটে শিক্ষক

৪৯০০০ কোটি টাকার রুশ তেল কিনেছে ভারত

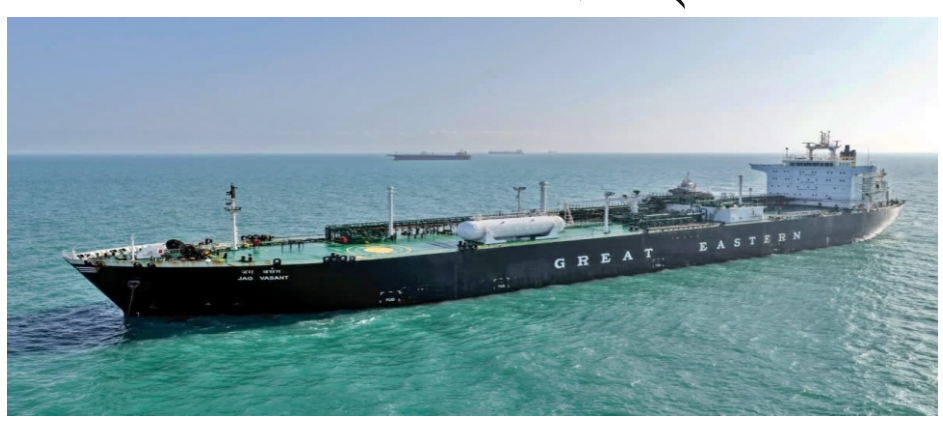

সুপ্রভাত বাংলাঃ চিনের পর দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্রেতা হয়ে উঠেছে। ভারতীয় শোধনাগারগুলি রাশিয়া থেকে আমদানি বৃদ্ধি করায় রাশিয়ার রফতানিও বেড়েছে। জুন মাসে ভারতে রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল আমদানি 34 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে 4.5 বিলিয়ন ইউরোতে পৌঁছেছে। সেন্টার ফর রিসার্চ অন এনার্জি অ্যান্ড ক্লিন এয়ার (CREA)-এর প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে এই তথ্য দেওয়া হয়েছে। REA-এর ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, ভারত জুন মাসে রাশিয়া থেকে 4.5 বিলিয়ন ইউরো মূল্যের অপরিশোধিত তেল আমদানি করেছে, যা মে মাসের তুলনায় 34 শতাংশ বেশি। জুন মাসে ভারতের মোট রুশ জীবাশ্ম জ্বালানি আমদানির 83 শতাংশই ছিল অপরিশোধিত তেল, যার মূল্য ছিল 5.5 বিলিয়ন ইউরো। এর ফলে চিনের পর রুশ হাইড্রোকার্বনের দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্রেতা হয়ে উঠেছে ভারত। সেন্টার ফর রিসার্চ অন এনার্জি অ্যান্ড ক্লিন এয়ার (CREA)-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, জুন মাসে ভারতের মোট অপরিশোধিত তেল আমদানিও 5.4 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের বেশ কয়েকটি প্রধান তেল শোধনাগার রাশিয়া থেকে তাদের ক্রয় ব্যাপকভাবে বাড়িয়েছে। ভারতের এই বর্ধিত ক্রয়ের ফলে রফতানির দিক থেকে রাশিয়া অবশ্যই লাভবান হয়েছে। জুন মাসে রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল রফতানি 14 শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও, আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের কম দামের কারণে এর আয় 8 শতাংশ কমে দৈনিক 34.8 কোটি ইউরোতে নেমে এসেছে। ওই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে, ভারত শুধু রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল কিনছেই না, বরং তা পরিশোধন করে আরও অনেক দেশে রফতানিও করছে। জুন মাসে তুরস্ক, ব্রুনাই এবং জর্জিয়ার শোধনাগারগুলি রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপকারী দেশগুলিতে রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল থেকে তৈরি পেট্রোলিয়াম পণ্য রফতানি করেছে ভারত। এই দেশগুলির মধ্যে রয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অস্ট্রেলিয়া। CREA-এর ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, সামগ্রিকভাবে রাশিয়ার জীবাশ্ম জ্বালানি রফতানি থেকে দৈনিক আয় 1 শতাংশ কমে 734 মিলিয়ন ইউরোতে দাঁড়িয়েছে। তবে এই মাসে রফতানির পরিমাণ 7 শতাংশ বেড়েছে।

এসআইআর সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য

সুপ্রভাত বাংলাঃ এসআইআর তথ্য দিতে হবে। এমনটাই জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। দেশে ভোট পরিচালনের নিয়ামক সংস্থা আগেই নির্দেশিকা জারি করে জানিয়েছে, নতুন ভোটাররা 6 নম্বর ফর্ম পূরণ করে ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করতে পারবেন। এই ফর্ম পূরণ করার সময় ভোটারের বাবা-মায়ের এসআইআরের বিস্তারিত তথ্য অর্থাৎ ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনে থাকা সমস্ত তথ্য 6 নম্বর ফর্মে উল্লেখ করতে হবে। গত বছর বিহারের ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআরের সময় এই ঘোষণা করেছিল নির্বাচন কমিশন। সেই মতো গত জুন মাসে এভাবেই 6 নম্বর ফর্ম পূরণ করা হয়েছিল বলে জানিয়েছেন আধিকারিকরা। কমিশনের এক আধিকারিক জানান, বিহারে প্রতিদিন এসআইআর সংক্রান্ত বুলেটিনে জানানো হয়েছিল, ফর্ম ফিলাপের সঙ্গে সঙ্গে ডিক্লারেশন বা ঘোষণাপত্রও দিতে হবে। নির্বাচন কমিশনের এক কর্তা জানিয়েছেন, বিহারের ক্ষেত্রে 'এসআইআর' (SIR) বা ভোটার তালিকা বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ার দৈনিক বুলেটিনগুলিতে দেখা গিয়েছে যে, ফর্ম পূরণের পাশাপাশি ঘোষণাপত্রটিও পূরণ করা হয়েছে। ওই আধিকারিক উল্লেখ করেন, নির্দেশিকা জারির মাধ্যমে এই ঘোষণাপত্রটি যুক্ত করা হয়েছে এবং 'ফর্ম 6'-এর মূল কাঠামোয় কোনও পরিবর্তন আনা হয়নি। তিনি আরও বলেন, " এসআইআর তথ্য ভোটারদের চিহ্নিত বা ম্যাপ করতে সাহায্য করে। পাশাপাশি নতুন ভোটারদের আবেদনের সঙ্গে যেসব প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দিতে হয়, সেই সংখ্যাও কমে।" কেউ যদি অনলাইনে 'ফর্ম 6' পূরণ করেন, তাহলে ঘোষণাপত্রটি পূরণ না-করা পর্যন্ত তিনি পরবর্তী ধাপে পৌঁছতে পারবেন না। নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, এসআইআরের লক্ষ্য ভারতের সব যোগ্য নাগরিককে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা

খেলার খবর

উইম্বলডন খেতাব ধরে রাখলেন সিনার

সুপ্রভাত বাংলাঃ শঙ্কর হালদারঃ

কেরিয়ারের পঞ্চম মেজর জয়ের পথে রোলা গারোঁয় খেতাবজয়ী আলেকজান্ডার জেরেভ'কে হারালেন ইতালিয়ান। জার্মান তারকার বিরুদ্ধে সিনারের পক্ষে ফলাফল 6-7 (7-9), 7-6 (2), 6-3, 6-4। উইম্বলডন ফাইনাল জিতে গ্র্যান্ড স্ল্যামের মঞ্চে শততম জয়ের নজিরও গড়লেন সিনার। অষ্টম সক্রিয় প্লেয়ার হিসেবে এই নজিরে নাম তুললেন ইতালির বছর চব্বিশের তারকা। অল ইংল্যান্ড ক্লাবের সেন্টার কোর্টে রবিবার লড়াই ছিল প্রতিযোগিতার প্রথম বনাম দ্বিতীয় বাছাইয়ের। স্প্যানিয়ার্ড কার্লোস আলকারাজ'কে টানা তৃতীয়বার উইম্বলডন জয় থেকে বঞ্চিত করে গতবার SW19-এ প্রথম খেতাব জিতেছিলেন সিনার। এবার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আলকারাজ প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করেন চোটের জন্য। গতবছর আলকারাজের মতোই ফাইনালে এদিন প্রথম সেট জিতে সিনারকে পিছনে ফেলেন জেরেভ। যিনি সেমিতে ব্রিটেনের আর্থার ফেরি'র স্বপ্নের দৌড় থামিয়েছিলেন। অন্যদিকে কিংবদন্তি নোভাক জকোভিচ'কে হারিয়ে ফাইনালে পা রেখেছিলেন সিনার। তুল্যমূল্য লড়াইয়ের পর প্রথম সেট গড়ায় টাইব্রেকারে। সেখানেও জোরদার লড়াইয়ের পর 9-7 ব্যবধানে বাজিমাত করে ম্যাচে লিড নেন জেরেভ। দ্বিতীয় সেটও টাইব্রেকারে গড়ায়। তবে এবার জিতে ম্যাচে ফেরেন সিনার। এরপর আর পিছনে তাকাতে হয়নি। তৃতীয় সেটে এসে জেরেভ ম্যাচের প্রথম ব্রেক পয়েন্ট সংগ্রহ করলেও তা কাজে আসেনি। কোর্টজুড়ে সিনারের দাপট পিছিয়ে দেয় জেরেভ'কে। 6-3 ব্যবধানে তৃতীয় সেট জিতে ফাইনালে এগোন সিনার। চতুর্থ সেটে এসে জেরেভ'কে আর ম্যাচে ফেরার সুযোগ দেননি সিনার। 6-4 ব্যবধানে চতুর্থ সেট জিতে খেতাব ধরে রাখেন ইতালিয়ান। ম্যাচ হারলেও এদিন ফাইনালে লাগাতার দুরন্ত সার্ভিস করে যান জার্মান তারকা। কখনও কখনও তাঁর সার্ভিসের গতি পৌঁছে যাচ্ছিল 140-এর কাছাকাছি। সিনারকে (15) টপকে এদিন স্ম্যাচে 17টি এস মারেন জেরেভ। কিন্তু 45 টি আনফোর্সড এরর পিছিয়ে দেয় তাঁকে। তবে উইম্বলডন জিততে না-পারলেও র‍্যাংকিং'য়ে আলকারাজ'কে টপকে দ্বিতীয়স্থানে উঠে এলেন উনত্রিশের জেরেভ। অন্যদিকে খেতাব ধরে রাখার পথে এদিন 58টি উইনার মারেন সিনার। ওপেম এরার দশম প্লেয়ার হিসেবে উইম্বলডনের পুরুষ সিঙ্গলসে খেতাব ধরে রাখার নজির গড়লেন তিনি। রড লেভার, জন নিউকম্বি, বিয়ন বর্গ, জন ম্যাকেনরো, বরিস বেকার, পিট স্যাম্প্রাস, রজার ফেডেরার, নোভাক জকোভিচ, ও কার্লোস আলকারাজের সঙ্গে একাসনে বসলেন তিনি।

প্রথম TG20 জিতল ই-চ্যাম্পিয়ন্স

কোয়ালিফায়ারে হারের বদলা ফাইনালে, খাম্মাম অ্যাসেস'কে হারিয়ে প্রথম TG20 জিতল ই-চ্যাম্পিয়ন্স তিন উইকেট তুলে নিয়ে ফাইনালের সেরা ই-চ্যাম্পিয়ন্স স্পিনার যশবীর গৌড়। টুর্নামেন্ট সেরা চ্যাম্পিয়ন দলেরই অধিনায়ক অভিরথ রেড্ডি।

Mobile - 8250733567

Published by Shrawan Kumar Vishwakarma, on behalf of Shrawan Kumar Vishwakarma published from and Printed by Supravat Printers, DVC MORE, KALIPAHARI, N H- 2, ASANSOL, PASCHIM BARDHAMAN, WEST BENGAL-713340

CMD: Shrawan Kumar Vishwakarma
Editor : Sankar Nath Halder